ইনকিলাব.কম
THE DAILY INQILAB
29 Jul -2025, Page:1, Size:1298010 col*inch
Tonality: Negative, Reach: 103,300

সম্পূরক সেচে শুরু হয়েছে কুড়িগ্রামে বৃষ্টিনির্ভর আমনচাষ

খরা-গরমে নষ্ট হচ্ছে বীজতলা

শফিকুল ইসলাম বেবু, কুড়িগ্রাম থেকে

২৯ জুলাই ২০২৫, ১২:০১ এএম | আপডেট: ২৯ জুলাই ২০২৫, ১২:০১ এএম

টানা খরার কারণে নির্ভরযোগ্য বর্ষার দেখা মেলে না। ফলে কুড়িগ্রাম অঞ্চলের হাজার হাজার কৃষককে আমনচাষে পড়তে হচ্ছে বাড়তি খরচ ও ঝুঁকির মুখে। কেউ কেউ সম্পূরক সেচে আমন চারা লাগাতে শুরু করেছেন, আবার কেউ বৃষ্টির আশায় অপেক্ষায় রয়েছেন।

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার নাওডাঙ্গা গ্রামের কৃষক মোবারক আলী (৬৫) বলেন, 'গত বছর ২ জুলাই ১০ বিঘা জমিতে আমন লাগাইছি। এবার বৃষ্টির অপেক্ষায় ১২ দিন বসে থেকেছি। শেষে শ্যালো মেশিন দিয়ে সম্পূরক সেচের পানিতে ৬ বিঘা জমিতে চারা লাগাইলাম।'

তিনি জানান, বীজতলা তৈরি করতেও সম্পূরক সেচ দিতে হয়েছে। প্রচ- গরমে কিছু চারা ইতোমধ্যেই শুকিয়ে গেছে। আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলে অর্ধেকের বেশি চারা নষ্ট হয়ে যেতো।
একই গ্রামের কৃষক আক্কাছ আলী (৬০) জানান, জুনের মাঝামাঝি থেকে বৃষ্টি নাই। আমি ১০ শতাংশে বীজতলা করেছি, গরমে প্রায় ২০ শতাংশ চারা নষ্ট হয়ে গেছে। এবার সম্পূরক সেচের পানি দিয়ে আমন চাষের জন্য জমি তৈরির চিন্তা করছি।

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের ঘন শ্যামপুর গ্রামের কৃষক রহিমুদ্দিন (৪৫) জানান, 'গত বছর জুলাইয়ের শুরুতেই ৫ বিঘা জমিতে চারা রোপণ করছিলাম। এবার এখনো জমি শুকনা। চারা লাগাইতে গেলে পানি দিতে হবে, এতে খরচ বাড়বে।

তিনি বলেন, আমরা আমন ধান কাটার পরই শীতকালীন সবজি লাগাই। তাই সময়মতো আমন লাগানো দরকার। তবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করব বৃষ্টির জন্য, না হলে বাধ্য হয়ে সম্পূরক সেচ দিয়ে লাগাতে হবে।

কুড়িগ্রামের উলিপুরের হাতিয়া ইউনিয়নের পুরাতন অনন্তপুর এলাকার কৃষক আবুল হোসেন (৪৬) জানান, ২৫ শতাংশ জমিতে বীজতলা করেছেন। কিন্তু প্রচ- তাপদাহ আর বৃষ্টিহীনতায় চারা ঝলসে যাচ্ছে। বীজতলায়ও সেচের পানি দিতে হচ্ছে। এই সপ্তাহে বৃষ্টি না হলে ১০ বিঘা জমিতে সম্পূরক সেচ দিয়ে আমন চারা রোপণ করব।

কুড়িগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে কুড়িগ্রামে ৭ হাজার ৬২৫ হেক্টর জমিতে আমনের বীজতলা তৈরি করা হয়েছে। চলতি মৌসুমে আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা ২০ হাজার ৫০০ হেক্টর জমি।

রাজারহাট কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ইনচার্জ সুবল চন্দ্র রায় বলেন, গত বছর জুন মাসে ৭৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হলেও এবছর তা নেমে এসেছে মাত্র ৩৫৪ মিলিমিটারে। আর ১ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত মাত্র ৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে, যেখানে গত বছরের একই সময়ে ছিল ৮২৫ মিলিমিটার।

কুড়িগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'জুলাইয়ের শুরুতে কৃষক ও শ্রমিকরা বৃষ্টিতে ভিজে চারা রোপণ করত, এটাই বাংলার চিত্র। এবার চিত্র বদলেছে। বৃষ্টির অভাবে অনেক জমি ফেটে গেছে, চারা শুকিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'তবে অনেক কৃষক সম্পূরক সেচ দিয়ে জমিতে চারা রোপণ শুরু করেছেন। এরপরে যদি বৃষ্টি আসে, তাহলে তাদের কিছুটা খরচ বাঁচবে।

তিনি আরো জানান, বৈরি আবহাওয়া চলায় কৃষক ও কৃষি উভয়ই চাপে রয়েছে। সম্পূরক সেচের ওপর নির্ভর করে বৃষ্টি নির্ভর আমনচাষ চালাতে হচ্ছে। তবে এই সপ্তাহে আশানুরুপ বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলে আমরা আশা করছি।

বিভাগ : অভ্যন্তরীণ